দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 9 JAN 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ১০ কলাম ... ৮ ...

স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করার ঘোষণাকে আমরা স্বাগত জানাই

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করার ঘোষণা প্রদান করিয়াছেন। গত বৃহস্পতিবার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১০ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে তিনি এই ঘোষণা প্রদান করেন। তিনি বলিয়াছেন যে, তাহার সরকার স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত বিনা মূল্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করিবে যাহাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠী উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। সকলেই জানেন যে, সম্পদের সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি আমাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমাধান করা উচিত এমন সমস্যার তালিকাও অনেক দীর্ঘ। কিন্তু অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের কারণে সেইদিকে যথাযোগ্য মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হইতেছে না। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণেও এই সীমাবদ্ধতার বিষয়টি উল্লেখিত হইয়াছে। এই রকম একটি জটিল আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণাটি তাৎপর্যপূর্ণ শুধু নয়, অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং বটে। সন্দেহ নাই যে, ইহাতে সমাজের সার্বিক পরিবর্তনের কার্যকর হাতিয়ার হিসাবে একটি শিক্ষিত জাতি গঠনে বর্তমান সরকারের প্রবল সদিচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়াছে। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহসহ আরও একাধিক ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রতি সরকারের এই বিশেষ অগ্রাধিকারের প্রতিফলন ইতিমধ্যে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। আমরা সরকারের এই ঘোষণাকে স্বাগত জানাই।

আমাদের জন্য শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়ন উভয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে দারিদ্র্য নিঃসন্দেহে প্রধান একটি বাধা। ইহা অনস্বীকার্য যে, দারিদ্র্যের কারণে বহু শিশুর পক্ষে স্কুলে আসা সম্ভব হয় না। আবার আসিলেও আকণ্ঠে ঝরিয়া পড়িতে হয়। এই ঝরিয়া পড়ার হার প্রাথমিক স্তরে শতকরা প্রায় ৪৮ ভাগ। সদ্যসমাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায়ও প্রায় ২০ ভাগ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে নাই। অবৈতনিক শিক্ষা ও বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করিয়া তুলিবে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে তাহাদের অংশগ্রহণ বাড়িবে ইহাতে সন্দেহ নাই। তবে দারিদ্র্যই যে শিক্ষার্থীদের ঝরিয়া পড়ার কিংবা শিক্ষার প্রতি তাহাদের অনাগ্রহের একমাত্র কারণ নয় তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইহার পিছনে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণও রহিয়াছে। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণেও অনুরূপ একটি বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে সুনির্দিষ্টভাবে। বিদ্যমান পাঠ্যক্রমকে বয়সের তুলনায় বিরাট বোঝা হিসাবে অভিহিত করিয়া তিনি বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সহিত পরামর্শ করিয়া পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি কমানোরও নির্দেশ দিয়াছেন। বলিয়াছেন শিক্ষাকে আনন্দময় ও উপভোগ্য করার কথাও।

পাশাপাশি, বিভিন্ন পর্যায়ে প্রদত্ত শিক্ষার গুণগত মান ও পরিবেশ লইয়াও ব্যাপক প্রশ্ন রহিয়াছে। গলদ রহিয়াছে শিক্ষার ধরন ও পদ্ধতির মধ্যেও। সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গিয়াছে যে, প্রাথমিক স্তরে ৮০ ভাগ শিক্ষার্থীই মানসম্পন্ন শিক্ষালাভ হইতে বঞ্চিত হইতেছে। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের প্রচলিত পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করিতে পারিতেছে না। তদুপরি, প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাব, শিক্ষকদের দায়িত্বে অবহেলা, অনুপস্থিতি এবং অযোগ্যতার অভিযোগ তো আছেই। আছে দুর্বল ব্যবস্থাপনা, দলাদলি, দুর্নীতি এবং অবকাঠামোগত নানা সমস্যাও। শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকদের ভূমিকার পাশাপাশি পরিবেশেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ইহার অভাব অত্যন্ত প্রকট। বহু এলাকায় এখনও চাহিদার তুলনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব যেমন আছে, তেমনি অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থাও সন্তোষজনক নয়।

সামগ্রিকভাবে সরকারি ও বেসরকারি খাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার ক্ষেত্রে সমন্বয়ের অভাবও উপেক্ষা করিবার মতো নহে। সম্প্রতি ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক তথ্যে জানা যায়, দেশে বর্তমানে ৫ সহস্রাধিক অপ্রয়োজনীয় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। অন্যদিকে, অত্যাবশ্যক হওয়া সত্ত্বেও প্রায় ৪ হাজার স্থানে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাই। এই সমন্বয়হীনতা তথা বিশৃঙ্খলার কারণে শুধু যে অর্থের অপচয় হইতেছে তাহাই নহে, একই সাথে ব্যাহত হইতেছে শিক্ষার পরিকল্পিত প্রসারও। তবে আশার কথা হইল, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্প্রতি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি সংক্রান্ত নূতন একটি নীতিমালা অনুমোদন করিয়াছে। এই নীতিমালায় সুনির্দিষ্ট কিছু সূচক বা মানদণ্ড নির্ধারণের পাশাপাশি কার্যকর মনিটরিংএর জন্য দরকারি কিছু বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, যাহা শিক্ষার মানোন্নয়নে সহায়ক হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। সরকারি সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে ৯ সহস্রাধিক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা এমপিওভুক্তির অপেক্ষায় আছে। বলা বাহুল্য যে, এই ক্ষেত্রে মূল চ্যালেঞ্জটি হইল-সর্বক্ষেত্রে স্বচ্ছতার সাথে নীতিমালার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন যে, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২০১১ সালের মধ্যে সকল শিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করা এবং ২০১৪ সাল নাগাদ দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণে তাহার সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সরকারের গৃহীত উদ্যোগসমূহ এই লক্ষ্য অর্জনে অনেকটা সহায়ক হইবে সন্দেহ নাই। তবে ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, সর্বস্তরে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা না গেলে শিক্ষার প্রসারের মূল উদ্দেশ্যটিই ব্যাহত হইবে। আমরা আশা করি, নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সরকার শিক্ষার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে বিরাজমান অন্তরায়সমূহ দূরীকরণেও যথাযথ মনোযোগ নিবদ্ধ করিবে।